Dr. Krishna Gayen
Director General
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

উপানুষ্ঠানিক পত্র নং: ৫২.০১.০০০০.৩৮০.৭৯.০০৬.১৮.১৬৩৮ তারিখ: ২৪/০৫/২০১৯

প্রিয় মহোদয়,

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে সারা দেশে শহর ও পল্লী এলাকায় "কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ২০১৮" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কৃষি শুমারি ২০১৯ পরিচালনা করতে যাচ্ছে। কৃষি শুমারি-২০১৯ পরিচালনার মাধ্যমে কৃষি খানার সংখ্যা, খানার আকার, ভূমির ব্যবহার, কৃষির প্রকার, শস্যের ধরণ, চাষ পদ্ধতি, গবাদ পশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা, মৎস্য চাষ, কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত জনবল সর্ম্পকে তথ্য পাওয়া যাবে। প্রতি দশ বছর অন্তর কৃষি শুমারি অনুষ্ঠিত হয়।

০২। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশে ৬ষ্ঠ বারের মতো আগামী ৯ জুন হতে ২০ জুন ২০১৯ তারিখ দেশব্যাপী কৃষি শুমারি পরিচালনা করতে যাচ্ছে। পরিসংখ্যান আইন ২০১৩, জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (NSDS) এবং কৃষি ও গ্রামীণ পরিসংখ্যান কৌশলপত্র (SPARS) অনুযায়ী শুমারি পরিচালনার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে দেশের প্রতিটি খানা (Household) হতে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে Intelligent Character Recognition (ICR) পদ্ধতিতে ছাপানো প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। মূল তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে প্রস্তুতিমুলক কার্যক্রম হিসেবে ইতোমধ্যে সারা দেশে দুইটি জোনাল অপারেশন পরিচালনার মাধ্যমে গণনাএলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

০৩। সারাদেশে একযোগে অনুষ্ঠিত কৃষি শুমারি-২০১৯ এর এবৃহৎ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট গণনা এলাকার শিক্ষিত ও বেকার জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ১,৫০,০০০ জন তথ্য সংগ্রহকারী (গণনাকারী) এবং ২৪,০০০ জন সুপারভাউজার মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকবেন। দেশের গুরুত্বপূণ স্থাপনা (কেপিআই), সংরক্ষিত এলাকা (সেনা, নৌ ও বিমান), বিডিআর নিয়ন্ত্রণ এলাকার ক্ষেত্রে (যেখানে খানা রয়েছে) বিশেষ ভাবে গুরুত্বারোপ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংরক্ষিত এলাকা সমূহে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম নিশিচত করার জন্য তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের প্রবেশে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

০৪। বর্ণিতাবস্থায় , বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য শুমারি/জরিপের ন্যায় এবারও সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনী এবং বিডিআর নিয়ন্ত্রিত এলাকার খানাসমূহ শুমারিতে অর্ন্তভুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নিমিত্ত আপনার সহযোগিতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

২৪/৫/২০১৯
ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)

প্রাপকঃ
জনাব ....
.... ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ প্রকল্প
পরিসংখ্যান ভবন (৭ম তলা, ব্লক-এ)
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং-৫২.০১.০০০০.৩৬০.২০.০০২.১৭- ৭৮৮

তারিখ: ২৭ মাঘ ১৪২৫
১০ জানুয়ারি ২০১৯

বিষয়ঃ কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮" শীর্ষক প্রকল্পের জোনাল অপারেশন ও তথ্যসংগ্রহ কার্যক্রমে সহযোগিতা চেয়ে ডিও লেটার প্রেরণ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর আওতাধীন "কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮" শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক ১ম জোনাল অপারেশন ডিসেম্বর/২০১৮ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২য় জোনাল অপারেশন ফেব্রুয়ারি/২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী মে ২০১৯ মাসে দেশব্যাপী মূল তথ্যসংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিদ্যমান জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল থাকার কারণে উক্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উপজেলায় কর্মরত অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে জোনাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা প্রয়োজন হবে। কৃষি শুমারির অন্যতম অংশীজন হিসেবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে কৃষি শুমারির গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং যথাসময়ে শুমারি বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে।

০২। এমতাবস্থায়, কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারির ২য় জোনাল অপারেশন ও মূল তথ্যসংগ্রহ কার্যক্রমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/মৎস্য অধিদপ্তর এর সহযোগিতার জন্য সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ উপানুষ্ঠানিক পত্রের খসড়া–০২ (দুই) পাতা।

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
ফোনঃ ৫৫০০৭০৫৬
ইমেইলঃ *dg@bbs.gov.bd*

সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ভবন, ঢাকা।

Dr. Krishna Gayen
Director General
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

উপানুষ্ঠানিক পত্র নং: ৫২.০১.০০০০.৩৬০.৭৯.০০৬.১৮-১৬৫৫ তারিখ: ০৩/০৬/২০১৯

প্রিয় সহকর্মী,

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে সারা দেশে শহর ও পল্লি এলাকায় "কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ২০১৮" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কৃষি শুমারি ২০১৯ পরিচালনা করতে যাচ্ছে। এটি দেশব্যাপী বৃহৎ আকারে পরিচালিত অন্যতম পরিসংখ্যানিক কার্যক্রম। প্রতি দশ বছর অন্তর কৃষি শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৯ হতে ২০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মাঠ পর্যায়ে শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। পরিসংখ্যান আইন ২০১৩, কৃষি শুমারি আইন ১৯৫৮ (কৃষি শুমারি সংশোধনী আইন ১৯৮৩) অনুযায়ী কৃষি শুমারি, মৎস্য শুমারি ও প্রাণিসম্পদ শুমারি পরিচালনা করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশে ষষ্ঠ বারের মতো কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি পরিচালনা করতে যাচ্ছে।

০২। অন্যান্য শুমারির প্রচার কার্যক্রমের মতো কৃষি শুমারির প্রচার কাজও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ও সময়োপযোগী প্রচারের মাধ্যমেই জনগণকে এ বৃহৎ কাজে সম্পৃক্ত করাসহ সচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং এর উপরই শুমারির মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের সফলতা নির্ভরশীল। ইতোপূর্বে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত 'আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১', 'অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩' 'বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪' ও 'ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ শুমারি' বাস্তবায়নে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আপনাদের স্বতঃফুর্ত অংশগ্রহন ও অনবদ্য সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে-যা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। এ পর্যায়ে কৃষি শুমারি ২০১৯ এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সর্ম্পকে জনগণকে অবহিতকরণের নিমিত্ত সারা দেশে একযোগে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে র‍্যালীর আয়োজন করা হলে সহজেই আপামর জনগণকে কৃষি শুমারি সর্ম্পকে অবগত করা যাবে এবং কৃষি শুমারির সার্বিক কার্যক্রম অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কৃষি শুমারি ২০১৯ উপলক্ষ্যে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী, ছাত্র শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি র‍্যালীর আয়োজন জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বরাবরের ন্যায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিভাগের র‍্যালী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম.এ.মান্নান এমপি, মহোদয়ের উপস্থিতিতে ০৯ জুন ২০১৯ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

০৩। এমতাবস্থায়, আগামী ৯ হতে ২০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিতব্য 'কৃষি শুমারি ২০১৯' এর কার্যক্রম সর্ম্পকে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের শুরুর প্রাক্কালে অর্থাৎ ৯ জুন ২০১৯ তারিখে সুবিধাজনক সময়ে বিভাগীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে একটি র‍্যালী আয়োজনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

শুভেচ্ছান্তে,

০৩/০৬/২০১৯

ড.কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
ফোনঃ ০২-৯১৩৩৩৮৫
ইমেইল:dg@bbs.gov.bd

প্রাপকঃ
....
................................।

অনুলিপিঃ
১) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সচিব মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে।
২) অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-০১ অধিশাখা
www.sid.gov.bd

নং-৫২.০০.০০০০.০০৮.০৬.৮৬৮.১৯-৩০৯

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ----------
৩০ মে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ 'কৃষি শুমারি ২০১৯' এর মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ উপলক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রমের সহায়ক কর্মকান্ড হিসাবে মসজিদের মাধ্যমে প্রচার সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে সারা দেশে শহর ও পল্লি এলাকায় "কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ২০১৮" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কৃষি শুমারি ২০১৯ পরিচালনা করতে যাচ্ছে। এটি দেশব্যাপী বৃহৎ আকারে পরিচালিত অন্যতম পরিসংখ্যানিক কার্যক্রম। প্রতি দশ বছর অন্তর কৃষি শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৯ হতে ২০ জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মাঠ পর্যায়ে শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। পরিসংখ্যান আইন ২০১৩, কৃষি শুমারি আইন ১৯৫৮ এবং পরবর্তীতে কৃষি শুমারি সংশোধনী আইন ১৯৮৩ অনুযায়ী কৃষি শুমারি, মৎস্য শুমারি ও প্রাণিসম্পদ শুমারি পরিচালনা করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশে ষষ্ঠ বারের মতো কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি পরিচালনা করতে যাচ্ছে।

০২। অন্যান্য শুমারির প্রচার কার্যক্রমের মতো কৃষি শুমারির প্রচার কাজও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ও সময়োপযোগী প্রচারের উপর শুমারির মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের সফলতা নির্ভরশীল। তাই মূল শুমারি শুরুর প্রাক্কালে প্রচার কার্যক্রম জোরদার করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিবিএস এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য শুমারি কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সঠিক তথ্য প্রদানে জনগণকে উদ্বুকরণ আবশ্যক। "কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ২০১৮" প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্যসংগ্রহকারীগণ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে। এটি একটি সরকারি জনগুরুত্বপূর্ণ কাজ, সে বিবেচনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বরাবরের ন্যায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা যায়।

০৩। ইতোপূর্বে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত 'আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১', 'অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩' 'বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪ কর্মসূচি' ও 'ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ' প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রচার কার্যক্রমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে-যা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। এ পর্যায়ে কৃষি শুমারি ২০১৯ এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সর্ম্পকে জনগণকে অবহিতকরণের নিমিত্ত সারা দেশে অবস্থিত মসজিদসমূহের মাইকের মাধ্যমে শুমারি শুরুর আগের দিন অর্থ্যাৎ ৮ জুন এবং পরবর্তীতে শুমারি চলাকালীন ৯ জুন হতে ২০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২-৩ দিন বিরতিতে একটি বিশেষ ঘোষণা হিসেবে নিম্নে বর্ণিত বার্তাটি প্রচারের এবং শুক্রবার জুমার নামাজের সময় সম্মানিত ইমাম সাহেব কর্তৃক খুতবার আগে/পরে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার মুসল্লীগণকে অবহিত করা হলে শুমারি কার্যক্রম অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে।

"আগামী ৯ জুন হতে ২০ জুন ২০১৯ হতে তারিখ পর্যন্ত অত্র এলাকার সকল খানার কৃষি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য সংগ্রহকারীগণ প্রত্যেকের বাড়ীতে যাবে। তথ্য সংগ্রহকারীকে আপনার খানার কৃষি বিষয়ক সঠিক তথ্য দিন। সরকারের এ জনকল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা করার জন্য সম্মানিত এলাকাবাসীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।"

০৪। এমতাবস্থায়, আগামী ০৯-২০ জুন/২০১৯ সময়ে সারা দেশে অনুষ্ঠিতব্য কৃষি শুমারি ২০১৯ এর তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম **মসজিদের মাধ্যমে** প্রচার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

নূরজাহান
উপসচিব
☎ ৫৫০০৭০৮৭

মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা।
২। প্রকল্প পরিচালক, "কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ২০১৮" প্রকল্প, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
৫। অফিস কপি।